যুগান্তর

তারিখ ... 15 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

প্রাথমিক শিক্ষকদের আলটিমেটাম

দাবি না মানলে সমাপনী পরীক্ষা বর্জন

যুগান্তর রিপোর্ট

সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল ১২তম গ্রেডে নির্ধারণের দাবিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সরকারকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত আলটিমেটাম দিয়েছেন। এ সময়ের মধ্যে দাবি বাস্তবায়নের উদ্যোগ না নিলে তারা আসন্ন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা বর্জন করবেন। সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এ হুমকি দেয়া হয়। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে সমাপনী পরীক্ষা শুরু হবে।

বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ঐক্যজোট এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

এতে ঐক্যজোটের সভাপতি তপন কুমার মণ্ডল লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। এ সময় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম সিদ্দিকী রবিউল; সাবেরা বেগম, আনিছুর রহমান, মোহাম্মদ শামছুদ্দীন, শাহীনুর বেগম, জাহিদুর রহমান বিশ্বাস, মোবাশ্বেল হোসেন, মো. আছাদুজ্জামান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ৮ম জাতীয় পে-স্কেলে প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে সহকারী শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য রয়েছে। এটা দূর করে অষ্টম জাতীয় পে-স্কেলে টাইম স্কেল বহাল রাখতে হবে। ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত যেখানে বেতন গ্রেডের পার্থক্য ছিল এক ধাপ, সেখানে ২০০৬ সালে দুই ধাপ ব্যবধান ও ২০১৪ সালে এ ব্যবধান ৩ ধাপে পরিণত হয়। এ চরম বৈষম্য কোনোভাবেই কাম্য নয়। আমরা চাই প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের মাঝে বেতন বৈষম্য কমিয়ে সুষম পরিবেশ বজায় রাখা হোক।

এতে আরও বলা হয়, প্রধান শিক্ষক পদে সরাসরি নিয়োগ বন্ধ করে সহকারী শিক্ষক পদকে এন্ট্রি পদ ধরে আর্থিক সুবিধাসহ শতভাগ পদোন্নতি দিতে হবে। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য নিরসনে প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস বাস্তবায়ন চেয়ে বক্তারা বলেন, অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেলে টাইম স্কেল বহালসহ যথাসময়ে যোগদান তারিখ অনুযায়ী বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট ১০ শতাংশ হারে দিতে হবে। একই সঙ্গে শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন স্কেল দিতে হবে। প্রাথমিক বিভাগকে নন ভ্যাকেশনাল ডিপার্টমেন্ট ঘোষণা করতে হবে।

শিক্ষক নেতারা বলেন, ৫ অক্টোবরের মধ্যে দাবি বাস্তবায়ন না হলে প্রয়োজনে সহকারী শিক্ষকরা সমাপনী পরীক্ষা বর্জনসহ কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করবে। এসব দাবি বাস্তবায়নে ১৫ অক্টোবর সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রতীকী অনশন এবং শেষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্মারকলিপি পেশ করার কথাও জানান তারা।